শ্রীরামকৃষ্ণ ও অদ্বৈতবাদ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

উদ্বোধন

রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার

প্রকাশকের নিবেদন

করুণাসিন্ধু ও জ্ঞানঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ কৃপায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও অদ্বৈতবাদ' প্রকাশিত হলো।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে বলেছিলেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect.' আবার নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'He is the method, that wonderful unconscious method!' সুতরাং অধ্যাত্মবিদ্যার যেকোনো তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে তা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অদ্বৈতবাদও এর ব্যতিক্রম নয়।

শ্রুতির 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই দুই বজ্রনির্ঘোষের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও উপদেশে। তাঁর জীবনদর্শনে পূর্ববর্তী অদ্বৈত-আচার্যেরা যা বলেছেন, তার সবটাই

আছে, অধিকন্তু আছে একটি সর্বাবগাহী সহিষ্ণুতা ও প্রেমদৃষ্টি। তাই গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদকে এক নতুন নাম দিয়েছেন—'সমন্বয়ী অদ্বৈতবাদ'।

লেখক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বেশ কিছুকাল 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক (এপ্রিল ১৯৫২–ডিসেম্বর ১৯৫৬) ছিলেন। আলোচ্য রচনাটি যথাক্রমে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৬৮ ও আষাঢ় ১৩৬৯ সংখ্যায় প্রথম নিবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। অত্যন্ত মূল্যবান ও সারগর্ভ এই রচনাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমানে এটিকে পুস্তিকাকারে আধুনিক বানানরীতি অনুযায়ী প্রকাশ করা হলো।

অদ্বৈতজ্ঞানের আলোকে সমস্ত ভেদাভেদ দূর হয়ে সকলের অন্তর নির্মল হয়ে উঠুক, এটিই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

পুস্তিকা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ
অধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর
শুভ জন্মতিথি
১১ ডিসেম্বর ২০২৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অদ্বৈতবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নির্বিকল্প অদ্বৈত অনুভূতি লাভ করবার জন্য জ্ঞানকে অসি কল্পনা করে চিরারাধ্যা জগন্মাতা কালিকার মানসমূর্তি দু-ভাগে কেটে ফেলতে কুণ্ঠিত হননি। জানতেন, তা মায়েরই অভিপ্রেত; মায়েরই নামরূপাতীত স্বরূপের উপলব্ধির চেষ্টা, মাকে প্রত্যাখ্যান করা নয়। মায়ের মূর্তি মানসপটে জেগে উঠে মনকে যে নির্বিকল্প ভূমিতে উঠতে বাধা দিচ্ছে, তা মায়েরই পরীক্ষা। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই নিঃসঙ্কোচে নিঃসংশয়ে তিনি অত বড় একটা আপাতনিষ্ঠুর কর্ম করে ফেললেন; জগন্মাতাকে বলি দিলেন—জগন্মাতাকেই নিবিড়তরভাবে,